পরিবেশ অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

পরিবেশ বার্তা

প্রকাশকাল : এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২৪ । সংখ্যা : ২-৩

পরিবেশ অধিদপ্তর

- নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন ব্যাগের বিকল্প পরিবেশবান্ধব পাট/কাগজ/কাপড়ের ব্যাগের মেলা
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের মতবিনিময় সভা
- পলিথিন বন্ধে বাজার মনিটরিং এর অংশ হিসেবে মোহাম্মদপুর মডেল টাউনস্থ কাঁচা বাজার পরিদর্শন
- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ও পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধকরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ করার লক্ষ্যে ভলান্টিয়ার/স্বেচ্ছাসেবকের সমন্বয়ে ওরিয়েন্টেশন সভা
- শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প কর্তৃক শব্দসচেতনতামূলক (ToT) প্রশিক্ষণ
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপন
- পরিবেশ মেলা ২০২৪ আয়োজন
- জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৩ প্রদান
- একাদশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক, ২০২৪
- শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা
- পরিবেশ অধিদপ্তরে সেমিনার আয়োজন
- বিদ্যালয়ে পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন
- বিশ্ব ওজোন দিবস ২০২৪ উদযাপন
- আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন
- পরিবেশ অধিদপ্তরে নবম ও দশম গ্রেডে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের অভ্যর্থনা
- পরিবেশ অধিদপ্তরের নবম ও দশম গ্রেডে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের চারদিন ব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন
- পরিবেশ অধিদপ্তরে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স-এর সমাপনী অনুষ্ঠান
- জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা
- পরিবেশ অধিদপ্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২০২৪ প্রদান
- UNCCD এর আওতায় ভূমির অবক্ষয় মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং কার্যক্রম

উপদেষ্টা

ড. আবদুল হামিদ, মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

সমন্বয়কারী

মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক

সম্পাদক

মোঃ খালেদ হাসান, পরিচালক (আইটি), (চলতি দায়িত্ব)

সহ-সম্পাদক

মোঃ মহিউদ্দিন মানিক, উপপরিচালক (প্রচার), (প্রতিকল্প কর্মকর্তা)

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮ ০২ ২২২২১৮৫০০

ই-মেইল : dg@doe.gov.bd

ওয়েব সাইট : www.doe.gov.bd

ফেসবুক : www.facebook.com/doebd

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ব্যাগের বিকল্প পরিবেশবান্ধব পাট/কাগজ/কাপড়ের ব্যাগের মেলা

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশ ভবনে নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগের বিকল্প পরিবেশবান্ধব পাট/কাগজ/কাপড়ের ব্যাগের মেলার শুভ উদ্বোধন

১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি: তারিখ হতে দেশের সকল সুপারশপে এবং ১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখ হতে দেশের সকল কাঁচাবাজারে অবৈধ পলিথিন ও পলিপ্রোপাইলিনের তৈরি ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ ঘোষণা করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। এ উপলক্ষ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখে আগারগাঁওস্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিকল্প পণ্যের সচেতনতা ও বিকল্প পণ্য সরবরাহ সহজীকরণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এক উদ্ভাবনী ও অংশগ্রহণমূলক নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ব্যাগের বিকল্প পরিবেশবান্ধব পাট/কাগজ/কাপড়ের ব্যাগের মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান মেলায় ২৪টি স্টলে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদর্শিত পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব ভুট্টার ব্যাগ ও পুনঃব্যবহারযোগ্য পাট/কাগজ/কাপড়ের ব্যাগ এবং বাঁশ ও বেতের তৈরি পণ্যসমূহ ঘুরে দেখেন। মেলার স্টল পরিদর্শন শেষে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়াম এ অনুষ্ঠিত নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন/পলিপ্রোপাইলিন শপিং ব্যাগের বিকল্প প্রচলন সংক্রান্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণপূর্বক মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, আগামী প্রজন্মকে রক্ষার জন্য পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

তিনি আরো বলেন ১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি: থেকে সুপারশপে এবং ১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি: থেকে কাঁচাবাজারে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি নিজ দায়িত্বে সকলকে নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহার পরিহার করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি: থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, মজুদ ও বিপণনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হবে। উপদেষ্টা জানান, আইন অনুযায়ী

পলিথিন বর্জনের কার্যক্রম ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। সুপারশপ ও দোকান মালিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ডিসেম্বরের মধ্যে সচিবালয়কে প্লাস্টিকমুক্ত ঘোষণা করা হবে। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ এবং সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা) মিজ্ রাজিনারা বেগম, দোকান মালিক সমিতির সভাপতি জনাব মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, ESDO মহাসচিব ড. শাহরিয়ার হোসেন এবং বিইউপি পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মো. আরিফুর রহমান ভূঁইয়া প্রমুখ। বক্তারা পলিথিনের পরিবেশগত ক্ষতিসহ স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প পণ্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ব্যাগের বিকল্প পরিবেশবান্ধব পাট/কাগজ/কাপড়ের ব্যাগের মেলা পরিদর্শন করেন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

নিষিদ্ধ পলিথিন/পলিপ্রপাইলিন শপিং ব্যাগের বিকল্প প্রচলন সংক্রান্ত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগের বিকল্প পাট/কাগজ/কাপড়ের ব্যাগের মেলায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে সার্টিফিকেট প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা

সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণে এক মিনিটি নিরবতা পালনের স্থিরচিত্র

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে গত ১৪ আগস্ট ২০২৪ খ্রি: তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

পলিথিন বন্ধে বাজার মনিটরিং এর অংশ হিসেবে মোহাম্মদপুর মডেল টাউনস্থ কাঁচা বাজার পরিদর্শন

মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান মোহাম্মদপুর মডেল টাউন কাঁচা বাজার সমিতির সভাপতির নিকট নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ উপহার প্রদান করেন

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখে মোহাম্মদপুর মডেল টাউন কাঁচা বাজার পরিদর্শনের সময় বিডি ক্লিন সেচ্ছাসেবকগণের একাংশ

১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি: তারিখ হতে দেশের সকল সুপারশপে এবং ১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখ হতে দেশের সকল কাঁচাবাজারে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ও পলিপ্রোপাইলিনের তৈরি ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ ঘোষণা করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। এ উপলক্ষ্যে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখে মাননীয় উপদেষ্টা নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন বন্ধে বাজার মনিটরিং এর অংশ হিসেবে মোহাম্মদপুর মডেল টাউন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কাঁচা বাজার সমিতির সাথে মতবিনিময় সভা করেন এবং বাজার পরিদর্শন করেন। এসময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (বর্জ্য ও রাসায়নকি পদার্থ ব্যবস্থাপনা) মিজ্ রাজিনারা বেগম এবং বিডি ক্লিন-এর সেচ্ছাসেবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ও পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধকরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ করার লক্ষ্যে ভলান্টিয়ার/স্বেচ্ছাসেবকের সমন্বয়ে ওরিয়েন্টেশন সভা

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ও পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধকরণ কার্যক্রমে সহায়তাকারী শিক্ষার্থী ভলান্টিয়ার/স্বেচ্ছাসেবক এর স্থির চিত্র

শিক্ষার্থী ভলান্টিয়ার/স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দ্যেশে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

নিষিদ্ধ পলিথিন ও পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধকরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ করার লক্ষ্যে ভলান্টিয়ার/স্বেচ্ছাসেবক-এর সাথে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে একটি ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প কর্তৃক শব্দসচেতনতামূলক (ToT) প্রশিক্ষণ

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প কর্তৃক শব্দসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প-এর আয়োজনে ২৮ সেপ্টেম্বর দিনব্যাপী পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষকদের নিয়ে শব্দসচেতনতামূলক (ToT) প্রশক্ষিণের আয়োজন করা হয়। উক্ত শব্দসচেতনতামূলক (ToT) প্রশিক্ষণের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। প্রধান অতিথি মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিআরটিএ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি বলেন, আমাদের ধর্মেও স্বর নিচু করার কথা বলা আছে, অর্থাৎ উচ্চ শব্দ করতে বারণ করা হয়েছে। ইমাম-খতিবদের উদ্দশ্যে তিনি আরও বলেন, 'আপনারা যেহেতু সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছেন এবং জনসাধারণ যেহেতু আপনাদের কথা শুনে সেহেতু বয়ানে আপনারা শব্দদূষণের ক্ষতিকর বিষয়গুলো তুলে ধরবেন। উক্ত ToT প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ এবং অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ। পরিবেশ অধিদপ্তর এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ ToT প্রশিক্ষণে বিআরটিএ ও ইসলামিক ফাইন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ের ১২০ জন প্রশিক্ষক এবং কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপন

পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষায় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ৫ জুন ২০২৪ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল "Land restoration, desertification and drought resilience" যার বাংলা ভাবার্থ করা হয় "করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা" এবং স্লোগান ছিল "#GenerationRestoration"। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে, পরিবেশ মেলা, পরিবেশ পদক প্রদান, শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক স্লোগান প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজন এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশ অন্যতম।

পরিবেশ মেলা ২০২৪ আয়োজন

মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ

জনসাধারণ ও বিভিন্ন অংশীজনকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি পরিবেশসম্মত বিভিন্ন টেকনোলজির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ বছরও বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে ৫ থেকে ১১ জুন ২০২৪ খ্রি: তারিখ সময়ে পরিবেশ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন টেকনোলজি ও সেবা নিয়ে ৬৫টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। ৭ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত মেলায় প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পরিদর্শন করেন। মেলা শেষে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য হতে ০৩ (তিন) টি শ্রেষ্ঠ স্টলকে পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত স্টলগুলো হলো: প্রথম ওয়াটার টেকনোলজি বিডি লিমিটেড, যৌথভাবে দ্বিতীয় এক্সিস এনার্জি লিমিটেড এবং কনকর্ড রেডিমিক্স এন্ড কংক্রিট প্রোডাক্ট এবং যৌথভাবে তৃতীয় বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন (বন্ধু) এবং বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন। এছাড়াও মেলায় অংশগ্রহণকারী ৬৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মাঝে সদনপত্র প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ।

জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৩ প্রদান

সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করে। পরিবেশ পদক নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ০৬ (৩+৩) ক্যাটাগরিতে মোট ৬টি জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। জাতীয় পরিবেশ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ২২ (বাইশ) ক্যারেট মানের ২ (দুই) তোলা ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্য ও আরো ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক, ক্রেস্ট এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২০২৩ সালে ০৫ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করা হয়।

একাদশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক, ২০২৪

২৩ মে ২০২৪ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর অডিটোরিয়ামে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর মধ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতাটির চূড়ান্ত পর্বের স্থিরচিত্র

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক একাদশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। ২০২৪ সালে আয়োজিত আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দেশের ১ম সারির ১৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি) ২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১টি সরকারি মেডিকেল কলেজসহ মোট

১৬টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর মধ্যকার এবারের পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বটি গত ২৩ মে ২০২৪ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর অডিটেরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়, যা ৫ জুন ২০২৪ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এ সম্প্রচার করে। চূড়ান্ত পর্বের জন্য বিতর্কের বিষয় নির্ধারিত হয়েছিল "ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহারই ভূমির অবক্ষয়ের মূল কারণ"। বিষয়ের পক্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর বিতার্কিক দল যুক্তি উপস্থাপন করে এবং বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতার্কিক দল। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতার্কিক দল এবং রানার-আপ হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর বিতার্কিক দল। এবারের বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠানে সম্মানিত বিচারকমণ্ডলী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মানিত অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব ছিদ্দিকুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস এম শামীম রেজা এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন। মডারেটর হিসেবে ১১ তম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বটি পরিচালনা করেছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ।

শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন

'করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ১৭ মে ২০২৪ (শুক্রবার) সকাল ১১.০০ ঘটিকায় শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতাটি ০৪ (চার)টি গ্রুপে যথাক্রমে: ক গ্রুপ: অনুর্ধ্ব ৮ বছর; খ গ্রুপ: ৮ বছর থেকে অনুর্ধ্ব ১২ বছর; এবং গ গ্রুপ: ১২ বছর থেকে অনুর্ধ্ব ১৬ বছর ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন গ্রুপ: অনুর্ধ্ব ১৮ বছর এর শিশু-কিশোরদের নিয়ে আয়োজন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় প্রায় ৮০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

পরিবেশ অধিদপ্তরে সেমিনার আয়োজন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপনের অংশ হিসাবে এ বছরের প্রতিপাদ্য "Land restoration, desertification and drought resilience" যার বাংলা ভাবার্থ করা হয় "করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা" কে সামনে রেখে গত ০৬ জুন, ০৯ জুন ও ১০ জুন ২০২৪ খ্রি: পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী জনসচেতনতামূলক "উষ্ণায়ন, খরা ও মরুকরণরোধে ভূমি ও জলাশয় রক্ষার এখনি সময়; Youth engagement in Environmental work; Sustainable Agriculture practices for Drought Resillience's; Empowering Youth to combat Lead Pollution; জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজনে বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন (বন্ধু)" বিষয়ক পাঁচটি পৃথক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, বিভিন্ন এসোসিয়েশন, পরিবেশবাদী সংগঠনসহ পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণে সুষ্ঠুভাবে সেমিনারসমূহ আয়োজন করা হয়।

বিদ্যালয়ে পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন

ঢাকা মহানগরীর ১০০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিদের নিয়ে ৩০ মে ২০২৪ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন

দেশের শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ১০০টি বিদ্যালয়ে পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপনের ব্যয় নির্বাহের জন্য মহানগরীর প্রতিটি বিদ্যালয়কে ১০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। প্রতিবছর বিশ্বপরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা, আলোচনা অনুষ্ঠান, নাটক আয়োজন করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপনের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ১০০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিদের নিয়ে ৩০মে ২০২৪ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব ওজোন দিবস ২০২৪ উদযাপন

ওজোনস্তর রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কানাডার মন্ট্রিল শহরে মন্ট্রিল প্রটোকল নামে একটি প্রটোকল স্বাক্ষর করে। দিবসটি স্মরণীয় করে রাখা এবং ওজোনস্তর রক্ষার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর ১৬ সেপ্টেম্বরকে বিশ্ব ওজোন দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশব্যাপী দিবসটি পালন করা হয়। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় "Montreal Protocol: Advancing Climate Action" যার বাংলা ভাবার্থ করা হয়েছে "করবো ওজোনস্তর সংরক্ষণ, রুখবো জলবায়ু পরিবর্তন"। নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। এছাড়া উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এবং ইউএনডিপি এর আবাসিক প্রতিনিধি স্টিফেন মিলারসহ বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ। সভায় মাননীয় উপদেষ্টা সবাইকে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ব্যবহার পরিহারপূর্বক পরিবেশ বান্ধব পন্য ব্যবহারের আহ্বান জানান। বিশেষ করে সিএফসি ও এইচসিএফসি নির্ভর ফ্রিজ ও এসি এর পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ফ্রিজ ও এসি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক দিবসটি উদযাপন করা হয়েছে। আয়োজিত কর্মসূচিসমূহে সাধারণ জনগণসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব ওজোন দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে আয়োজিত আলোচনা সভার স্থিরচিত্র

বিশ্ব ওজোন দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার স্থিরচিত্র

আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস ২০২৪ উদযাপন

সারাদেশে নানাবিধ কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর এর আয়োজনে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস ২০২৪ পালন করা হয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতি বছর এপ্রিল মাসের শেষ বুধবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন হয়ে থাকে। এরই ধারাবাকিতায় এ বছরও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের আয়োজনে দিবসটি পালিত হয়েছে। দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য "Protect Your Hearing, Protect Your Health" অর্থাৎ "সুরক্ষিত শ্রবণ, সুরক্ষিত জীবন"। এবছর এ দিবসটির শ্লোগান ছিলো "আসুন সবাই শব্দদূষণ হ্রাসে সচেষ্ট হই"। দিবসটিকে ঘিরে দেশব্যাপী বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় ও জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে ক্যাম্পেইন, মানববন্ধন, র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পুলিশ, ইমাম, পরিবহন মালিক ও চালকদের প্রতিনিধি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, কারখানা ও নির্মাণ শ্রমিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন। সারাদেশে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তর একযোগে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষ্যে দেশের প্রথম সারির বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় দৈনিকে দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে সচেতনতামূলক গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জনসচেতনতামূলক ব্যানার ও ফেস্টুন টানানো হয়েছে। দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরতে সরকারি সকল ওয়েবসাইটে পপ-আপ প্রদর্শন করা হয়েছে ও বিটিআরসি এর সহযোগিতায় সকল মোবাইল ব্যবহারকারীকে সচেতনতামূলক ম্যাসেজ প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরে নবম ও দশম গ্রেডে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের অভ্যর্থনা

মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাবৃন্দ

পরিবেশ অধিদপ্তরে গত ২২ অগাস্ট, ২০২৪খ্রি: তারিখে নবম ও দশম গ্রেডে নবযোগদানকৃত ৩৬ জন কর্মকর্তাদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচাল (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব ছিদ্দিকুর রহমান সহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মানিত পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। এসময় পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচলক নবাগত কর্মকর্তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

পরিবেশ অধিদপ্তরের নবম ও দশম গ্রেডে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের চারদিন ব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তরের নবম ও দশম গ্রেডে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের গত ২৫ আগস্ট, ২০২৪ খ্রি: তারিখে চারদিন ব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান। চারদিন ব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পরিবেশে অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আব্দুলাহ আল মাসউদ। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যান্য সম্মানিত পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, নবম গ্রেডে মোট ১০জন এবং দশম গ্রেডে মোট ২৬ জন কর্মকর্তা পরিবেশ অধিদপ্তরে যোগদান করেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের চারদিন ব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

পরিবেশ অধিদপ্তরের নবম ও দশম গ্রেডে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

পরিবেশ অধিদপ্তরে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স-এর সমাপনী অনুষ্ঠান

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে ২৯ আগস্ট ২০২৪ খ্রি: তারিখে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচলক (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ। এসময় নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সনদপত্র প্রদান করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪খ্রি: তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার স্থিরচিত্র

পরিবেশ অধিদপ্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২০২৪ প্রদান

পরিবেশ অধিদপ্তরে কমরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবদুল হামিদ মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় সমন্বয় সভা ও এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ৪টি ক্যাটাগরিতে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২০২৪ প্রদান করা হয়। আওতাধীন বিভাগ/অঞ্চল/গবেষণাগার কার্যালয়ের প্রধান ক্যাটাগরিতে পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক জনাব মোঃ ইকবাল হোসনে, সদর দপ্তরের কর্মকর্তা (২-৯ গ্রেড) ক্যাটাগরিতে পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরের ছাড়পত্র শাখার রিসার্চ অফিসার জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান খান, সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী (১০-১৬ গ্রেড) ক্যাটাগরিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের সমন্বয় অধিশাখার ডাটা এন্ট্রি অপারেটর জনাব মোঃ রোবেল মিয়া এবং সদর দপ্তরের কর্মচারী (১৭-২০ গ্রেড) ক্যাটাগরিতে পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরের প্রশাসন শাখার ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট মিজ্ কেয়া আক্তার-কে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২০২৪ প্রদান করা হয়। এসময় পুরস্কার প্রাপ্তদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমানসহ সকল পরিচালক এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণের স্থিরচিত্র

UNCCD এর আওতায় ভূমির অবক্ষয় মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং কার্যক্রম

১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Earth Summit নামে পরিচিত সম্মেলনে তিনটি বৈশ্বিক চুক্তি United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD), ও United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বাংলাদেশ United Nations Convention to Combat Climate Change (UNCCD) এর স্বাক্ষরকারী দেশ। উক্ত কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ খরা ও ভূমি অবক্ষয় মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রমের উপর প্রতি চার বছর অন্তর UNCCD সচিবালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে।

পরিবেশ অধিদপ্তর মৃত্তিকা গবেষণা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI), বন অধিদপ্তর, ও বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARSO) এর সাথে সমন্বয় করে UNCCD monitoring and reporting কার্যক্রমের আওতায় Land Cover/Land Cover Change (LCC), Land Productivity Dynamics (LPD) ও Soil Organic Carbon (SOC) এই তিনটি সূচকে বাংলাদেশের নিজস্ব তথ্য ভান্ডার প্রণয়ণের কাজটি বাস্তবায়ন করছে।

ভূমি অবক্ষয়, খরা, ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনসহ মাঠ পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশে ১৫টি Hotspot সনাক্ত করেছে। UNCCD monitoring and reporting কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উক্ত Hotspot-গুলো পরিদর্শন করে ভূমি অবক্ষয় রোধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর সম্প্রতি রাজশাহী, খুলনা ও নঁওগা জেলার হটস্পট পরিদর্শন করে মৃত্তিকা গবেষণা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI), বন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE), আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভূমি অবক্ষয় রোধে মাটির গুণমান উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা ও Green Land Cover বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় করণীয় বিষয়ে সভা আয়োজন করেছে। উক্ত সভায় আগত বক্তাগণ কৃষি জমিতে সঠিক সময়ে পরিমিত পরিমাণ সঠিক সার প্রয়োগ, ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার সীমিত করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, গাছ কর্তন রোধ, নদী ভাঙ্গন এলাকায় টেকসই Embankment নির্মাণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

ভূমি অবক্ষয় বিষয়ে সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডাগণের সাথে যথাক্রমে রাজশাহী, খুলনা ও নঁওগায় আয়োজিত সভার স্থিরচিত্র